জীবনের জয়গান
শ্রীধীরেন্দ্রকুমার বসু
DHIREN BAWL

জীবনের জয়গান

6949

শ্রীধীরেন্দ্র কুমার বসু

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

পূজনীয়

শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র কুমার বসু বড়দাদা মহাশয়

শ্রীকরকমলেষু

আমার ছোট প্রদীপ ছিল হাতে,
আঁধারে লীন শিখাবিহীন সাথী,
তোমার প্রাণের মণি-দীপের সাথে
জ্বলিল শিখা ছড়ালো কিছু ভাতি,
সে দিন মম যাত্রা হ'লো সুরু,
চলার পথে তোমায় জানি গুরু।

রথযাত্রা
আষাঢ় ১৩৫৪

ধীরেন্দ্র কুমার

সমুদ্রের মাঝখানের বাতিঘর দিগ্‌ভোলা দিশেহারা নাবিকদের পথ দেখিয়ে দেয়। মহাসাগরের অসীমতার বুকে হারিয়ে যাওয়া মানুষ সেই আলোর দিশা চোখে নিয়ে কূলের দিকে তরী ভাসিয়ে চলে—ফিরে আসে আপনার ঘরে। তেমনি, একদল লোক দেখা যায় সকল কালে, সব দেশেরই সমাজে—যারা জাতির অগ্রগতির পথের পাশে দাঁড়িয়ে উৎসাহের দীপ্ত মশাল জ্বালিয়ে ধরে, জয়যাত্রী পথিকেরা সেই আলোকে পথ খুঁজে নেয় প্রভাতের আলোকিত অঙ্গনের অভিমুখে। স্বাধীনতাকামী, যুগান্তরের যাত্রী, জ্যোতির্ময় পথিকদের দেখা এদেশের মাটিতেও পেয়েছি আমরা যুগে যুগে। মানুষের বদ্ধ মনের দুয়ার আর পায়ের শিকল যারা খুলতে চায়, জীবনের শত বাধা ও বেদনার আঘাতে অবিচল থেকে তারা যাত্রা করে পথে বেরিয়েছে প্রিয় জন্মভূমির স্বাধীনতার জন্য—ভয়কে মনের কোণে স্থান দেয়নি, মৃত্যুজয়ের কঠোর সাধনা তাঁদেরই—তাঁরা অমর। চল্‌তে চল্‌তে দুর্গম পথের বুকে ঘুমিয়ে পড়েছে কেউ চিরদিনের মতো আর কেউ এসেছে এগিয়ে—তবু এ চলার বিরাম হয় নি। তাঁদের আত্মার দীপ্তি আর ত্যাগের মহিমা—মনের বল আর কর্ম্মের বাণী জনতার বুকে এক অখণ্ড চেতনা এনে দিয়েছে। আত্মাহুতির অগ্নিতপ্ত পথের বুকের উপর দিয়ে চলেছে মানব-মুক্তির রাজশকট, আর এই পথে এসেই আমরা পেয়েছি স্বাধীনতার অগ্নি-আশীর্ব্বাদ। মুক্তির তোরণ-দ্বারে দাঁড়িয়ে সেই বিজয়ী মানুষদের জয়ধ্বনি করব আমরা, তাঁদেরই কণ্ঠের প্রভাতী ভৈরবী এই জীবনের জয়গান।

আজ প্রথমেই মনে পড়ে শ্রদ্ধেয় সুহৃদ শ্রীযুত ধীরেন্দ্রনাথ ধর ও পূজনীয়া দিদি শ্রীযুক্তা চারুবালা দাশগুপ্তার স্নেহের কথা—তাঁদের উৎসাহ ও শুভেচ্ছাই ছিল এ কাজের একমাত্র সম্বল, ছাপার হরপে বইখানি প্রকাশের দায়িত্ব বহন করে আমাকে তাঁরা চিরঋণী করেছেন। নব বাংলার কিশোর মনের আবেদন নিয়ত যার বুকে সাড়া জাগায়, মৌমাছির সেই আনন্দ-মেলার পাতায় অনেক লেখাই ছেপে বেরিয়েছে এর আগে, তা-ছাড়া বই ছাপ্‌বার বেলায়ও বন্ধুবর শ্রীযুত বিমল ঘোষের অমূল্য উপদেশ চিরদিন মনের কোণে গাঁথা থাকবে। এ দেশের ছোট ছোট ভাই বোনদের কচি-কোমল হাতে তুলে দেবার উপযুক্ত করে, রঙের রেখা আর তুলির লেখার সহজ নৈপুণ্যে বইখানাকে ভিতরে বাইরে এমন সুন্দর করে সাজিয়ে তুলেছেন শ্রদ্ধেয় শিল্পী শ্রীযুক্ত ধীরেন বল। এবার ছোটদের অভিভাবকদের পক্ষ থেকে বইখানা সংগ্রহ করে, এদেশের চিরকালের মানুষদের সঙ্গে আমাদের প্রিয় কিশোর কিশোরীদের পরিচয়ের সুযোগ করে দিলে আনন্দিত হবো।

শ্রীগুরু লাইব্রেরীর সত্বাধিকারী পরম প্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন মজুমদার মহাশয় নানা অসুবিধা বরণ করেই এই বই প্রকাশের সুযোগ করে দিয়েছেন। স্বাধীন ভারতে এঁদের সকলকেই জানাচ্ছি আমার অন্তরের অভিনন্দন। ৪০-সি, রাসবিহারী এভিনিউ, কালীঘাট, কলিকাতা।

স্বাধীনতা দিবস
১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

জাগো বন্দীর কারাগারে যুগ-দেবতা
ধরি' চক্র-সুদর্শন দখিন করে,
ভাবি দুঃখে দারুণ দিনে তোমার কথা
আশা আশ্বাসে লাঞ্ছিত হৃদয় ভরে।

ডাকে বৃন্দাবনের পথে বন্ধু যারা
সেই চঞ্চল সুন্দর সঙ্গীটিরে ;
আজি দুঃখে বরিল যারা দৈত্য-কারা
ভাবে দুর্দ্দিনে তার পাশে আসবে ফিরে।

যত বঞ্চিতদের করো দুঃখ হরণ
তুমি পাঞ্চালিদের প্রীতি ভুলবে কি গো ?
সেই দুঃশাসনের হাতে রাজ্য শাসন
তবু নিস্ফল সংশয়ে দুলবে কি গো ?

বীর সব্যসাচীরে তুমি বাসলে ভালো,
তবু দুর্ব্বল জনে কভু যাওনি ভুলে,
আর বাঁশরীর সঙ্গীতে মাধুরী ঢালো
ফিরে সংগ্রামে চক্র সে নিয়েছ তুলে।

তুমি কৈশোরে ছিলে কানু ব্রজের রাখাল,
আর বংশীবটের মূলে বাজালে বাঁশী,
যবে অত্যাচারীর বেশে জাগে শিশুপাল
পুনঃ শাস্তি এনেছ তুমি তাদের নাশি'।

ফিরে জাগ্রত যৌবনে আসবে না গো ?
হানি' কৃষ্ণাতিথির বুকে রক্ত-চাবুক,
আজি পাঞ্চজন্য হাতে গর্জ্জি জাগো
যত মুক্তি-সেনার বুকে রক্ত নাচুক।
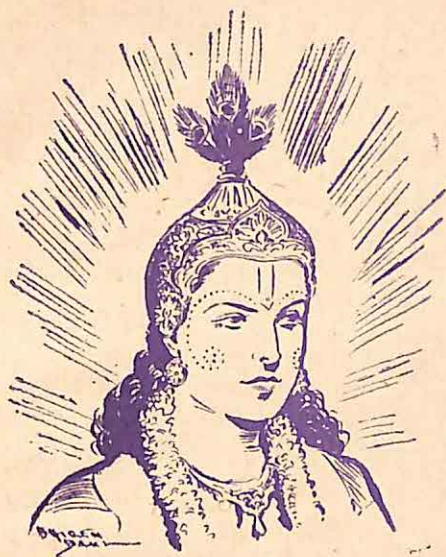
শ্রীকৃষ্ণ

চক্রধারী কৃষ্ণ এসো
কৃষ্ণাতিথি যাচ্ছে বয়ে,
মৃত্যু হানে অত্যাচারী
রক্ষা কর বন্ধু হয়ে।
চূর্ণ কর দৈত্য-কারা,
দৈবকী মা বন্দিনী যে,
অশ্রুমুখী পাঞ্চালিরা
ডাকছে কবে আসবে নিজে ?
নাই বা গেলে বৃন্দাবনে
নীল যমুনা যাক না বয়ে,
বংশী নিয়ে কাজ কি বলো,
আজকে এসো চক্র লয়ে।
মৃত্যু-ভীরু জাতকে ডেকে
গর্জ্জি বলো অগ্নি-বাণী,
কৃষ্ণ এসো, পার্থ-সখা,
মানবো মোরা যুক্তপাণি।

বল্লে তুমি আসবে ফিরে
ধর্ম্ম যবে শৃঙ্খলিত,
বিশ্বে জাগে অত্যাচারী
রক্তলোভী দুর্বিনীত।
কল্যাণেরি যজ্ঞবেদী
সিক্ত হ'লো রক্তধারে,
হুঙ্কারিছে দৈত্য যত
শঙ্কা ঘেরা অন্ধকারে।
গাণ্ডিবীকে সঙ্গে নিয়ে
আজকে এসো আর না দেরি,
ধ্বংস এলো বিশ্বনাশী
বাজলো মহা যুদ্ধ-ভেরী।
বিদ্যুতে সে পথ দেখাবে
বজ্র-মেঘে শঙ্খ বাজে,
বন্ধু, তুমি জাগবে জানি
প্রলয়-ঝড়ের লগ্ন মাঝে।
দুঃখ চির সঙ্গী সে যে
অশ্রুভরা চিত্ত তব,
দুঃখী জনের ডাক শুনে কই
দিচ্ছ সাড়া নিত্য নব!
আমরা জানি মোদের ঘরে
আসবে তুমি, জাগবে তুমি,
জাগবে রাঙা চরণতলে
তোমার প্রিয় ভারতভূমি।

বুদ্ধদেব

আবির্ভাব খৃঃ পূঃ ৬২৩
তিরোভাব খৃঃ পূঃ ৫৪৩

নব জীবনের খুলিল দুয়ার
এই ভারতের রাজার ছেলে,
প্রেমে অনুরাগে বাঁধিলে ভুবন
এত ভালোবাসা কোথায় পেলে ?

কত মহাপ্রাণ এসেছে এ দেশে
যুগে যুগে হ'ল যাত্রা সুরু,
সাধনার বলে রাজার কুমার
নব এসিয়ার মন্ত্র-গুরু ।

অসি নিয়ে নয় রাজ্য বিজয়
জগতে নবীন জয়ের যাত্রা,
অন্তরে তারি আসন বিছাল
চীন ও জাপান যাভা সুমাত্রা।

জরা-মরণের চির কারাগারে
প্রাণীর করুণ কান্না শুনি'
পারে নি তোমায় জড়াতে মায়ায়
সিংহাসনের পান্না চুণী।

পিছে পড়ে রয় গৃহ মণিময়
রাজ্য-মুকুট খেলনা সম,
মহা জীবনের ডাক শুনা যায়
অন্তরে জাগে সে প্রিয়তম।

শোণিত-সায়রে ফুটালে কমল
সুবাসে সমীর ছুটে আনন্দে,
বুদ্ধ-শরণ লইল ভুবন
পীড়িত মানব চরণ বন্দে।

বুদ্ধদেব

আবির্ভাব খৃঃ পূঃ ৬২৩
তিরোভাব খৃঃ পূঃ ৫৪৩

দেব-করুণার পুণ্য বারি
এই ভারতে আনল কে গো ;
রাজার ছেলে রাজ-ভিখারী
কোন্ বিধাতার মন্তরে গো।
রত্নে ভরা রাজ-ধনাগার
পান্না-চুণী-হীরার খনি,
শুদ্ধোধনের ভাণ্ডারে নাই
শুদ্ধ জ্ঞানের পরশমণি।
লীলাময়ের ডাক শুনে তার
ভোগের পথে পা সরে না ;
রাজ্য মুকুট রইল দূরে
সিংহাসনে মন ভরে না।

নয়ন জলে বইল ধারা
প্রাসাদপুরী রইল প'ড়ে,
খেলতে গেলেন অমর শিশু
মরণ জয়ের খেলনা গ'ড়ে।
সবার চোখে অলখ্ যে জন
বসুন্ধরার বন্ধু যিনি,
এ সংসারের রথের চাকা
আড়াল থেকে ঘোরান তিনি।
বিশ্ব-জীবন-মন্দিরে তাঁর
প্রেমের পূজা নিত্য চলে,
বিশ্ব-পিতার আসন পাতা
শুভ্র প্রাণের কমলদলে।
সেথায় এলেন রাজার কুমার
সরিয়ে পথের সকল বাধা,
অমর প্রেমের বিজয় গীতি
রাজপুরীতে যায় না সাধা॥
নূতন জগৎ জনম নিল
তোমার জীবন-সুধায় ভরি',
মানব-প্রাণের পূর্ণ বিকাশ
বুদ্ধ, তোমায় প্রণাম করি।

অশোক

জন্ম খৃঃ পূঃ ২৭৩

ভগবান তথাগত,
মহারাজ প্রিয়দর্শী অশোক তাহারি সেবায় রত।
সত্যের বাণী শাশ্বত ভবে,
ভালোবাসা দাও জয় হবে তবে,
জুড়ি দুই পাণি শুনিল সে বাণী আনন্দে অবনত।
অর্দ্ধ জগৎ নিল যে মহৎ রাজ-ভিখারীর ব্রত॥

আলোকের অভিযানে
ছড়াল ভুবনে মিলনের বাণী প্রভু বুদ্ধের গানে।
চুরাশী হাজার বুদ্ধ-বিহার
নির্মাণ যবে শেষ হলো তার
মহাজীবনের বার্ত্তা প্রচার করিল আত্মদানে ;
আসন বিছাল নিত্যকালের চির মানবের প্রাণে।

মহাদান উৎসবে,
রাজ-সভাতলে দীপাবলী জ্বলে আনন্দ কলরবে।
সঙ্ঘমিত্রা নয়নের মণি,
ছেলে মহেন্দ্র মমতার খনি,
সঙ্ঘ-সেবার নিল তারা ভার ব্রত নিয়ে গৌরবে।
ছুটি গেল চলে দূর সিংহলে জীবনের জয়রবে।

দেবপ্রিয় গৌতম,
গাহিলে ভূতলে বোধিছায়া তলে সঙ্গীত মনোরম ।
পিছে ফেলে এসে রাজ্যের মায়া,
প্রিয়তম পিতা জননী ও জায়া,
বিশ্ব ভুবনে গড়িলে নূতন সংসার অনুপম।
হিংসা কলুষ ভরা ধরণীর বরণীয় গৌতম ।

সঙ্ঘমিত্রা

জন্ম খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দী

রাজ-দুলালী জীবন ডালি দাও গো,
প্রেমের সুরে পুণ্য বাণী গাও গো।
পারলো না রে স্নেহের ডোরে বাঁধতে,
প্রাসাদপুরী রইল প'ড়ে কাঁদতে।

অমৃতের ঐ পথের পথিক যায় গো,
মনের মানুষ ডাক দিয়েছে, আয় গো।
ডাক দিয়েছে প্রেমের ভারতবর্ষ,
রাজকুমারীর হৃদয় করে স্পর্শ।

গৌতমেরি ত্যাগের বাণী শুনবে,
প্রাণ-সাগরে লীলার লহর গুণবে।
সে পথ দিয়ে মিলবে গো আনন্দ,
নারীর মনে জাগবে নব ছন্দ।

ঐ শুন গো ডাক দিয়ে কে বল্‌ছে,
দুখের দীপে রক্ত-শিখা জ্বল্‌ছে।
ভয় কি বলো, জাগবে জ্যোতির্ম্ময় গো,
দুখের শিখা জ্বলেই হবে ক্ষয় গো।

মেয়ের শিরে আশিস্‌ধারা বর্ষি',
বিদায় দিলেন অশোক প্রিয়দর্শী।
সিংহলে সেই মিল্‌ল শুভ লগ্ন
তথাগতের সেবায় হলো মগ্ন !

কৈবর্ত্তরাজ দিব্বোক

জন্ম—একাদশ শতাব্দী

বীর বাঙালীর বুকে রণ-ভেরী বাজলো,
দলে দলে নব বলে সেনাদল সাজলো,
রণ-ভেরী বাজলো।

পালরাজ মহীপাল প্রজাহিত ভুললো,
তার প্রতিশোধ নিতে শত শির তুললো,
রাজাসন দুল্‌লো।

অন্যায় অবিচার ছাইসম দল্‌তে,
বিদ্রোহ-বহ্নির শিখা রহে জ্বল্‌তে,
ধূলিতলে দল্‌তে।

"রাজপাট ছেড়ে দাও"—রব উঠে নিঃস্বের,
জনবল পিছে রয় মহাবীর দিব্যের,
জাগরণ রিক্তের।

বলে বীর—মোরা ভাই মুক্তির সৈনিক,
উদ্যম আছে যার অধিকার সেই নিক্।
চলো বীর সৈনিক।

দিব্যের দূত মোরা রুদ্রের পূজারী,
অত্যাচারের শিরে হানি জোর কুঠারই,
মুক্তির পূজারী।

মহীপাল জ্বালিয়াছে পীড়নের অগ্নি,
তারি শিখা নিভাইবে এসো ভাই ভগ্নি,
জ্বলে কাল অগ্নি।

বেজে উঠে রণ-ভেরী উত্তর বঙ্গে,
ডুবে গেল মহীপাল সমর-তরঙ্গে,
পারিষদ সঙ্গে।

জনগণ পেলো হাতে সম্মান অর্থ,
রাজাসনে বসিলেন বীর কৈবর্ত্ত,
চলিল রাজত্ব।

6949
6949

কবি জয়দেব
জন্ম—দ্বাদশ শতাব্দী

অজয়ের তীরে অমর কবির জন্মভূমির স্মৃতি অনিন্দ্য.
কেঁদুলি পল্লী-তীর্থে বসিয়া গাহিলেন যিনি গীত গোবিন্দ।
রসের সাধনা করেছে বাঙালী,
রসিকের সাথে ভাবের মিতালি,
ভগবান এসে আমাদের ঘরে রেখে যায় রাঙা পায়ের চিহ্ন,
প্রেমের ঠাকুরে পেল কোন্ জন বিশ্বের মাঝে বাঙালী ভিন্ন?

3.2.75
7781

জীবনের দান দিয়ে গেল যারা নব বাংলার প্রাণের কুঞ্জে,
তারি আনন্দে কুসুম শিহরে, কোকিল কুহরে, মধুপ গুঞ্জে।
বরণীয় তারা মনোমন্দিরে,
অমৃত-ভাণ্ড দিল বন্দীরে,
আমরা হয়েছি মরণ-বিজয়ী গানে আনন্দ অমিয়ে তৃপ্ত।
মরিয়া আমরা বাঁচিতে শিখেছি দিতে বসুধার আলোক দীপ্ত।

বুকে লাগে মোর কেঁদুলির হাওয়া ভুলিনি কবির পুলক-ছন্দ ;
যে ফুল ফুটালো কবি জয়দেব আজো বহে বানী-কমল গন্ধ।
গীত-বীথিকার প্রিয় সারথীরে,
শ্রদ্ধা জানাতে আসি ফিরে ফিরে ;
নবীন কালের কিশোর পথিক তোমরা রচিও স্মরণ-অর্ঘ্য,
নব জীবনের সঙ্গীতে ফের গড়িও বন্ধু ধূলিতে স্বর্গ।

শ্রীগৌরাঙ্গ

আবির্ভাব—১৪৮৫ খৃঃ
তিরোভাব—১৫৩৩ খৃঃ

শচীমা'র হিয়া ফিরিছে কাঁদিয়া
কাঁদে ভাগীরথী-সলিল-বিন্দু,
নবদ্বীপের প্রদীপ নিভিল
হায়রে শুকাল প্রেমের সিন্ধু।
গীতি-পরিমল মাখিয়া অঙ্গে,
ভাসিত নিখিল সুধা-তরঙ্গে,
প্রীতির পুলক জোছনা ধারায়
হাসে না সুনীল গগনে ইন্দু,
পুর-ললনার কমল-আঁখিতে
ব্যথায় ঝরিল মুকুতা-বিন্দু।

দেবতার বরে আমাদের ঘরে
দেবশিশু করে লীলায় নৃত্য ;
মোরা বহি তার আলোর পতাকা
নিখিল-নরের সেবায় নিত্য।
বাঙালী হিয়ার অমিয়-ছন্দে
নেচে গেল গোরা প্রেমে আনন্দে,
দেবতা-ভিখারী কেঁদে গেল পথে
ধরায় রচিল ধূলির তীর্থ।
সকল কালের মহামানবের
পথের যাত্রী, কোমল চিত্ত।

'আয় নিয়ে যা রে কে নিবি আমারে
আমি আসিয়াছি তোদের জন্য,
তোদের সেবায় প্রীতি-মমতায়
জনম জীবন মানিব ধন্য।
জীবে দয়া দাও, অমানীরে মান,
নিশিদিন গাও হরিনাম গান,
অন্তরে লবে মহা তিতিক্ষা,
দাও এ ভিক্ষা, চাহি না অন্য,
দিলে ভালোবাসা মিটিবে পিয়াসা
বয়ে নিয়ে যাব প্রেমের পণ্য।'

রাণী দুর্গাবতী

জন্ম—পঞ্চদশ শতাব্দী

কোমল হাতে কাঁকন পরে
বধূর বেশে লজ্জাবতী—
রইলে না গো ঘোমটা টেনে
বীর-রমণী দুর্গাবতী।
শত্রু এলো রাজ্য নিতে
ছুটলে তারে শিক্ষা দিতে,
ফিরলে ঘরে যুদ্ধ জিতে
বৈরী স্বীকার করল নতি।
গড়মণ্ডল জাগলো গানে
"জয়মা রাণী দুর্গাবতী।"

নারীর হাতে বীরের অসি
উড়লো ধূলি অশ্বখুরে,
শুনলো যত মুক্তি সেনা
অগ্নি-বাণী দীপ্ত সুরে।
বিন্দু শোণিত থাকতে বুকে
জীবন দেবো হাস্য মুখে,
শত্রু-সেনা মারব রুখে
বিপুল রণের ক্ষেত্র ঘুরে ;
মরণ-লীলায় মাতলো রাণী
উড়লো ধূলি অশ্বখুরে।

মুক্তি-অনল উঠলো জ্বলে,
এগিয়ে চলে স্বাধীন প্রাণে,
দুখের মাণিক মাথায় নিয়ে
দেশের তরে মরতে জানে।
তোমায় মোরা জানাই নতি,
বীর-জননী দুর্গাবতী,
রক্ত দিয়ে লিখলে সতী
বুকের জ্বালা বিজয় গানে।
পুণ্য আলোক উঠলো ফুটে
অগ্নিময়ী জীবন দানে ॥

ঈশা খাঁ

জন্ম—ষোড়শ শতাব্দী
মৃত্যু—১৫৯৮ খৃঃ

ঈশা খাঁর তলোয়ারে,
ভারত-বিজয়ী মোগল-বাহিনী বিমুখ করিতে পারে।
বাংলার বীর যুগে যুগে যার—
রটে গৌরব কীর্ত্তি অপার,
বীর প্রসবিনী বঙ্গ জননী বন্দনা করি তাঁরে ;
জয় গাহি বারে বারে।

গেয়ে গেল জয় গান,
সোনার গাঁয়ের গৌরব-রবি নব তেজে অম্লান।
দিক্‌জয়ী বেশে বাংলায় এসে,
মোগলের মান্ ম্লান হলো শেষে,
সম্মুখ রণে যুঝি প্রাণ পণে ছুটিল অযুত প্রাণ ;
যোদ্ধা মুসলমান।

রক্ত-পতাকাতলে,
গৌরবে যুগ উজ্জ্বল হ'লো পাঠানের বাহুবলে।
দিবস রজনী পথে প্রান্তরে
দুঃখ বেদনা সহি' অন্তরে—
স্বাধীন বাংলা সঁপিতে চাহনি শত্রুর পদতলে ;
জয় তব বীর নত করি শির বৈরী গিয়াছে চলে।

রাণা প্রতাপসিংহ

জন্ম—১৫৫৭ খৃঃ

হল্‌দিঘাট সে হল্‌দিঘাট,
কাঁপাল মোগল-রাজ্যপাট,
মরিল অযুত বীর রাজপুত
বুকের রক্ত রাঙালো মাঠ।
'ঢালিব রক্ত রাখিব মান
স্বাধীন করিব হিন্দুস্থান।'
চিতোর-স্বর্ণ-সিংহাসন
শত্রুর করে দিব না ভাই,
রাজপুতনার বিজয়-গর্ব
যুদ্ধে রক্ষা করিতে চাই।
শোণিতে সিক্ত সবুজ মাঠ,
জল্‌দি চল্‌রে হল্‌দিঘাট।
শত্রুর সাথে সঙ্গী যে জন
জন্মভূমির কুসন্তান,
মোগল-প্রাসাদে মোদের ভগ্নি
কোথায় লজ্জা, কোথায় মান।

"বীর্য্য গরিমা বক্ষে বও
বীর সৈনিক বর্ম্মা লও।"
রাজপুতনার সমরক্ষেত্রে
এ বাণী দৃপ্ত কণ্ঠে কও।
বীরের কৃপাণে লাগাও শান
ভীরুরা ফিরুক পশ্চাতেই,
ভীষণ ধনুকে জুড়ে দে' বান
অস্ত্র রয়েছে কার্ম্মুকেই।
পরবশে হায় ব্যথা অশেষ,
সংগ্রামে দেহ হোক না শেষ,
পরাধীনতার শৃঙ্খলভার
ছিন্ন হোক রে দুঃখ-লেশ।
গ্রাসিবি স্বাধীন রাজ্যপাট
রাক্ষসী তুই হল্‌দিঘাট!
চিতোর-সিংহ বীর প্রতাপ,
কে দিল তিক্ত এ অভিশাপ!
আরাবল্লীর গিরি গহ্বরে
সহিলে যাতনা দুঃখ তাপ।
বন্যরা হ'ল সৈন্য তার
সমুখে দীর্ঘ গহন বন,
পিছনে বৈরী মোগলদল
নির্ভীক তবু বীরের মন।
দূর বেদনার শতাব্দীর
মুক্তি-সাধনা করিলে বীর,
হাসিল মুক্ত চিতোর লক্ষ্মী
মুছিয়া সিক্ত নয়নে নীর।

মহারাজ প্রতাপাদিত্য

জন্ম—১৫৬১ খৃঃ

শতাব্দী যায় পরাধীনতায়
কত আর ব্যথা সহিব নিত্য,
হতাশের দেশে বিজয়ীর বেশে
জাগো বঙ্গের প্রতাপাদিত্য।
অসির ফলকে শোণিতাক্ষরে,
লেখা যে কাহিনী বাংলার ঘরে,
বীরের জাতির গৌরব-গাথা
শুনিলে হর্ষে ভরিবে চিত্ত।

অগ্নি-তিলক আঁকিয়া ললাটে
শত্রু-নিধন-সমরে মাতি,—
জানাইয়া দিলে অবিশ্বাসীরে
বাঙালী ছিল না ভীরুর জাতি।
ঈশ্বরীপুর-দুর্গে তোমার
দুর্জ্জয় সেনা সাজে বার বার,
ছাড়িয়া গভীর রণহুঙ্কার
সংগ্রামে দিল বক্ষ পাতি।
মরণের পথে চরণ বাড়ায়ে
ভয়ভীতি দিলে জলাঞ্জলি ;
রণ-দানবের শিরায় শিরায়
সমর-বহ্নি উঠিল জ্বলি'।
রহিয়া গর্ব্বে উন্নত শির
স্বাধীন বাংলা গড়েছিলে বীর,
মোগল দূতের খড়্গ চুমিলে
শিকল-শঙ্কা চরণে দলি'।
কীর্ত্তিমুখর এই যশোহর
বীর বাঙালীর বাহুর বলে,
এই ধূমঘাটে ছিল রাজপাট
অভিষেক যার গঙ্গাজলে।
জন্মভূমির বীর সৈনিক,
শৌর্য্য-কিরণে উজলিয়া দিক,
বঙ্গ-গগন-গৌরব-রবি
নামে দিগন্ত-অস্তাচলে।

বীর বালক বাদল

মাগো, আমায় আপন হাতে পরিয়ে দেবে বীরের বেশ
রাজপুতনার বীর নারীদের মতো ;
বেরিয়ে যাবো দিক্‌বিজয়ে স্বাধীন করে আপন দেশ
নবীন যুগের সিংহবাহু যতো।

তোমার মুখে ফুটলে হাসি চাইব না গো স্বর্গ আর
চলার পথে তাই রবে বুক ভরে ;
মনের বলে সফল হবে নবীন ছবি কল্পনার
আমরা হবো বিজয়ী তোর বরে।

প্রীতির স্রোতে ভাসিয়ে দেবো বিরোধ বাধা বিঘ্ন ভয়,
অনাগতের পথের যাত্রীদল।
মলিন মুখে ফুটবে হাসি দুলবে হিয়া মিলবে জয়,
বুকের তলে আশার শতদল।

নদীর বুকে লহরসম তরল তানে উতল পায়
দিন যাবে কি হাস্য পরিহাসে।
বুকের তাজা রক্ত দিয়ে বিজয় গাথা লিখবো তায়
ভাবীকালের জাতির ইতিহাসে।

ঝড়ের মেঘে আকাশ ঢাকা, বজ্রে শুনি গভীর গান,
বিদ্যুতে সে পথ দেখিয়ে চলে;
নব বিজয়-তোরণ-দ্বারে উঠবে দুলে' জয়-নিশান,
মরণ দোলে বীরের পদতলে।

চারণ মোরা, বারণ বাধা মোদের যে মা মানতে নাই
আঁধার রাতের পথিক মোরা সবে;
বুকের আগুন নিবলে পরে জীবন দিয়ে জ্বালব তাই
উদয়াচল সমুখ পানে রবে।

শিবাজী

জন্ম—১৬২৭ খৃঃ
মৃত্যু—১৬৮০ খৃঃ

গৈরিক পতাকায় ঐ কা'র ঘোষে জয়,
গাও নব জীবনের জয় গান;
বন্ধনে জর্জ্জর বন্দীরা জাগো আজ,
বন্দিনী মাতা চাহে বলিদান।

বিন্ধ্য, হিমাদ্রির উন্নত ঐ শির,
তোমরা কি নত শিরে থাকবে?
শোন্ ভারতের মহাসাগরের কল্লোল,
তার দোল তোর বুকে লাগবে?

ভয় নাই ফিরে চাও, শিবাজীর জয় গাও,
সার্থক করে তোলো এ বাণী;
মুক্তির প্রান্তরে তীক্ষ্ণ খড়গ করে
সঙ্গে যাবেন দেবী ভবানী।

কুটীরের শান্তির আজি হোক অবসান,
দুঃখের দিন গুণে' কাজ কি ?
ভয়হীন অন্তরে জয়-হিন্দ্ বল ভাই,
পিছে পড়ে থাকা সাজে আজ কি ?

বন্যরা বনে থাকে গণ্য করে না কেউ,
শিবাজী নিলেন ডেকে সঙ্গে ;
মুক্তির সংগ্রামে সাজে বীর সৈনিক,
দোলে বুক সমর-তরঙ্গে।

যৌবনে ঘুরে ঘুরে বনপথে পর্ব্বতে
পথ ঘাট চিনে নিল বীর সে ;
মোগলের সাথে যবে মরণের এলো ডাক
মাওয়ালীর দল চলে শীর্ষে।

মহাভারতের মহারাষ্ট্রের স্বপ্নেই
দিল্লীর সাথে বাধে যুদ্ধ ;
মোগলের মান রেখে চিরদিন চলা দায়,
অপমানে জনগণ ক্রুদ্ধ।

দুর্গের পরে এলো দুর্গের অধিকার
গৈরিক গৌরবে উড়ছে ;
করে দিল যত বীর শত্রুর নত শির
উড়ে এসে যারা দেশ জুড়ছে।

গুরু গোবিন্দ

জন্ম—১৬৬০ খৃঃ
মৃত্যু—১৭০৮ খৃঃ

স্বদেশের তরে মুক্তি-সমরে
চলো উন্নত শির,
গুরু গোবিন্দ ডাকে ঐ,
জাগো পঞ্চনদের বীর।
জাগো প্রান্তরে, গৃহে, পর্ব্বতে,
বল বীর "ওয়া গুরুজী কি ফতে,"
শিরে উষ্ণীষ, কটিতে কৃপাণ
কাঁপুক সিন্ধুতীর।
স্বদেশের ডাকে নানকের জাতি
হাসি মুখে দেয় শির।

আত্মদানের অগ্নি-দহনে
জন্মভূমির মান—
রাখিবারে শিখ হলো নির্ভীক
ঘোষে নব অভিযান ;
পঞ্চনদীর জলকল্লোলে,
মিলিত প্রাণের তরঙ্গ তোলে,
"গুরুজীর জয়" পাঞ্জাব জুড়ি
জাগিল ঐক্যতান।
বন্ধন খুলে তুলে উঠে বুক
দিতে যায় প্রতিদান।

মুক্তি-পাগল ভাঙে শৃঙ্খল,
কেবা আগে কেবা পিছে,
পঞ্চনদের পুণ্য বাহিনী
এলো পতাকার নীচে।
ধর্ম্ম তাদের যুদ্ধ বিজয়,
বিধর্ম্মী জাতি মাগে পরাজয়,
মরণ শিয়রে দিল পরিচয়
জীবনের ভয় মিছে,—
দলে দলে শিখ ছেয়ে গেল দিক্,
মোগল পালাল পিছে।

সিরাজউদ্দৌলা

জন্ম—১৭৩৭ খৃঃ

মৃত্যু—১৭৫৭ খৃঃ

বীরের পূজা আমরা জানি
বাংলা মায়ের কিশোর ছেলে,
বীরের স্মৃতি উজল রাখি
মনের মণি-প্রদীপ জেলে।

নবীন ভারত গড়ব মোরা
বীর বাঙালীর কিশোর-সেনা;
দুঃখ জয়ের তপস্যাতে
পিছিয়ে পড়ে কেউ রবে না।
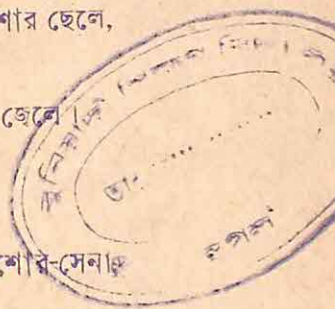
রক্ত দিলেন তরুণ নবাব
এ দেশ গেল পরের হাতে,
রক্তে রাঙা লাল পলাশী
মোহনলালের অসির সাথে।

সে দিন মোরা জন্মিনিকো
সর্ব্বনাশের অগ্নি-যুগে,
মোদের জনম করবো সফল
দেশের তরে দুঃখ ভুগে।

শিকল হ'লো চিরস্থায়ী
লাল পলাশীর তেপান্তরে ;
অশ্রুমুখী ভারতমাতা
জাগছে নিশি তোদের তরে।

ঐ পলাশীর দিগ্‌বলয়ে
ডুবলো মোদের ভাগ্য-রবি ;
বীর সিরাজের জীবন-প্রদীপ
নিবলো সে এক ব্যথার ছবি।

ভুলবো না ভাই, ভুলবো না, সে
বণিক-বেশে ঢুকলো ঘরে,
সে দিন দেখি ছদ্মবেশীর
অত্যাচারীর খড়্গ করে।

রামমোহন

জন্ম—১৭৭৪ খৃঃ
মৃত্যু—১৮৩৩ খৃঃ

তরুণ তাজা প্রাণের রাজা,
দেশের কাজে করলে পণ,
প্রথম ঊষার পথিক তুমি,
যুগের গুরু রামমোহন।

সে দিন শতবর্ষ আগে
বন্দী-মনে লাগলো দোল,
বল্লে ডেকে, "ভোর হলো যে
খোল্ রে ওরে দুয়ার খোল্।"

রাত্রি শেষে দিবস আসে
দীপ্ত আলোর আবির্ভাবে ;
দীপ্তি তোমার আন্‌ল দিবা
বল্লে এবার দুঃখ যাবে।

বিপুল রণে জয় করেছ,
আমরা তব গর্ব্বে নাচি ;
শক্তি তোমার সত্য মহৎ
নূতন যুগের সব্যসাচী।

শত্রু ছিল ডাইনে বামে
কারেও কভু দাওনি সাজা ;
সকল ঘরে জ্বাল্‌লে আলো
মুক্ত মানব-মনের রাজা।

ভিন্‌দেশীদের শাসন বিধান
হীন করে দেয় অধীন জাতে,
নবীন ভারত গড়ার স্বপন
জাগলো তোমার কল্পনাতে।

দেশের মাটি নাই দখলে
পরের হাতে ঘরের চাবি,
জাগরণের শঙ্খ-রোলে
শুনিয়ে দিলে যুগের দাবী।

সমাজ-গুহার অন্ধকারে
মানুষ ছিল মোহের মাঝে,
উচ্চ শিরে চলতে গেলে
পায়ের তলে শিকল বাজে।

সংস্কারের শক্ত প্রাচীর
ভাঙতে কত যুঝলে একা,
সতী-দাহের নিবলো আগুন
রক্ত-শিখা যায় না দেখা।

অন্ধ যুগের বন্দীশালার
খুল্‌লে দুয়ার আপন হাতে,
যাত্রী যারা বেরিয়ে এলো
বীর সারথী তোমার সাথে।

বিদ্যাসাগর

জন্ম—১৮২১ খৃঃ

মৃত্যু—১৮৯১ খৃঃ

দয়ারসাগর বিদ্যাসাগর প্রাতঃস্মরণীয়,
জন্মভূমির মহৎ মানুষ, দেশের বরণীয়।
বাংলা দেশের জল মাটিতে কোন্ মহিমা আছে,
ব্যক্ত হ'ল সত্য ছবি বঙ্গবাসীর কাছে।
বলতে পার চরিত্র তার কোন্ ধাতুতে গড়া ?
এই বাঙালীর এমন স্বরূপ আর পড়েনি ধরা।
বিশ্ব দেখে শ্রদ্ধা করে বীর বাঙালীর বল,
সাগর-জলে যার অভিষেক, সাক্ষী হিমাচল।
বাইরে যাহার প্রকাশ সে যে রবির আলোয় মাখা,
অন্তরে রয় গোপন মধু পাপড়ি দিয়ে ঢাকা।
গন্ধ ছুটে, পড়শী শুধু পায় তারি খবর,
হৃদ্-কমলের সদ্য মধু আরও মনোহর।
এমন দয়া, মায়ায় গড়া একটি খাঁটি প্রাণ,
বাপ-মা-হারা বাংলাদেশে পাঠায় ভগবান।
মায়ের লালন, পিতার পালন পেয়েছি তার কাছে,
ঈশ্বরেরে ছাড়লে মোদের আর কে বলো আছে।

মানব-হিতের চেষ্টা সাগর যায় নি কিছু রেখে।
এই জাতিকে শিক্ষা দিল বর্ণমালা থেকে।
ব্যাধির বিষে সমাজ-দেহ জীর্ণ হয়ে রয়,
জান্ত সাগর চিকিৎসা তার বাইরে থেকে নয়।
সদ্যজাত গদ্য-বুলির আঁতুর ঘরের মাঝে
যত্নে তারে পালন করে, লাগ্‌ল সবার কাজে।
মাতৃভাষার শুভ্র নিশান যাত্রী নিল সাথে,
আজকে মোরা অমৃত-ফল পাচ্ছি হাতে হাতে।
ধন্য জনক, জন্ম দিল কন্যা মনোরমা,
আজ আমাদের বঙ্গভাষার বিশ্ব-পরিক্রমা।
পুণ্য প্রেমের পরশমণি লাগ্‌ল কোমল প্রাণে.
বিদ্যাসাগর বাপ-মা'কে যে দেব্‌তা বলে জানে।
মায়ের জাতের দুঃখে বীরের চক্ষে আসে জল,
বেদন ভরা কোমল আঁখি অশ্রু-টলমল্।
নারীর করুণ বিধবা-বেশ সইল না তার প্রাণে,
এ দেশ, সমাজ-বিদ্রোহীরে বন্ধু বলে জানে।
চূর্ণ ক'রে ভণ্ডদলের রক্ত-চোষা পণ,
ভাঙতে হলো সংস্কারের অচল আয়তন।
একাই গেল যুদ্ধ করে শতেক রণ-ভূমে।
জন্মভূমি এমন বীরের চরণধূলি চুমে।

শ্রীরামকৃষ্ণ

আবির্ভাব—১৮৩৩ খৃঃ
তিরোভাব—১৮৮৬ খৃঃ

চির সুন্দর জাগে মনো-মন্দিরতলে,
তাঁর দীপ্তি-কাজল চোখে পরিলে প্রিয় ;
আজো স্মরিলে তোমায় মনে প্রেম উছলে,
তুমি বিশ্বজনের চির বন্দনীয়।

তাঁর দর্শনে পেলে নব দৃষ্টি উদার,
তবু পরশের লাগি' রহে উন্মনা মন,
এই বিশ্ব নিখিলে প্রিয় নাই কিছু আর,
তব অন্তরে জাগে চির অলখ্ যে জন।

পেলে সেই প্রিয় পথিকের সঙ্গ মধুর ;
ভাই মর্ত্ত্যে জীবন হলো আনন্দময়।
যিনি সবখানে বিরাজিত, দূর কি সুদূর,
এই প্রাণের লীলায় ফিরে তাঁর হলো জয়।

মোরা এ মাটির খেলাঘরে পেয়েছি তারে,
তাই গর্ব্বে ও আনন্দে নাচিল হিয়া।
ওরে ফিরে আয় পথভোলা তাহারি দ্বারে ;
পুনঃ অর্পিতে জীবনের অর্ঘ্য নিয়া।

তব শিষ্য সে সন্ন্যাসী আপন ভোলা,
যার কণ্ঠের আহ্বানে জাগ্‌ল মানব,
সেই সঙ্গীতে নিখিলেও লাগ্‌ল দোলা,
বুঝি হিংসাও ভুলে যায় হিংস্র দানব।

তার দিগ্‌জয়ী রূপ আজো চক্ষে ভাসে,
দূরে নীল জলধির কূলে জাগলো সাড়া ;
আজি নির্জ্জিত বাংলার শ্যাম আবাশে,
ওরে দুর্জ্জয় যৌবন তেমনি দাঁড়া।

আজো এই ধূলি বহে যার চরণ-রেণু,
ওরে এই পথে গেছে সেই ভাবুক পথিক,
আয় নব যুগ-যাত্রীরা বাজিয়ে বেণু
তার জয় পতাকার তলে হও নির্ভীক।

যার কামিনী ও কাঞ্চনে মন ছিল না,
তারে ঘরে এসে দেখা দেন জগন্মাতা,
যে-বা ছল চাতুরীর বাঁকা পথ নিল না,
আজি আনন্দ-গীতে গাও তাহারি গাথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ

আবির্ভাব—১৮৩৩ খৃঃ
তিরোভাব—১৮৮৬ খৃঃ

নব বাংলার প্রাণ-শতদলে
কে জাগে জ্যোতির্ম্ময় ;
জীবনের পথে আলোর পথিক
মোরা গাহি তব জয়।
প্রেমের দুলাল তিমির বিজয়ী,
অন্তরে জাগে আনন্দময়ী,
চরণ-পরশে ধরণীর ধূলি
হ'ল চির মধুময়।
বেদনার যুগে আমরা দেখেছি
নূতন সূর্য্যোদয়।

মহা জীবনের আনন্দে জাগে
চির নবীনের দূত ;
মিলনের পথে শুনি তার বাণী
সাড়া জাগে অদ্‌ভুত।
নানান ধর্ম্ম মূলে এক সুর,
ভাই-ভাই সবে কেহ নহে দূর
জ্ঞানের আলোকে অন্তরে জ্বলে
চেতনার বিদ্যুৎ,
ভুবনে এনেছে মধুর বারতা
মহা মিলনের দূত।

অকূল প্রাণের সিন্ধুর জলে
অরূপরতন মিলে ;
সে মণি-রতনে গাঁথি মণিহার
মায়েরে পরায়ে দিলে।
প্রেমের পূজারী হে চিরমহান্,
দিকে দিকে শুনি তব জয়গান,
জানি, আমাদের জয় হবে জানি,
তোমারে বরিয়া নিলে।
তোমার প্রসাদে আবার বাঙালী
জয়ী হবে এ নিখিলে।
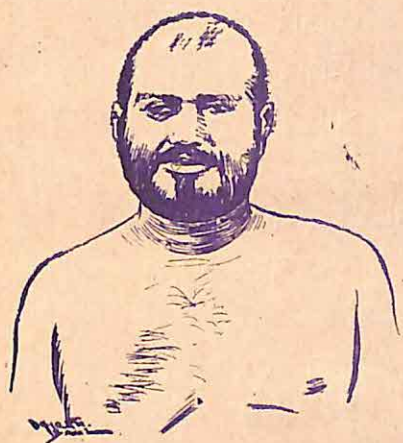
শ্রীনিত্যগোপাল

আবির্ভাব ১২৬১ সাল

তিরোভাব ১৩১৭ সাল

পূর্ণ জ্ঞানের বিভূতি বিরাজে
বিপুল হৃদয়-ঘিরে,
ধ্যানের কমল ফুটেছে যাঁহার
প্রাণের সরসী নীরে,

ভূমানন্দের ছন্দ যাঁহার
স্পন্দন দেয় প্রাণে,
অমৃত-মন্ত্র অর্জ্জিত হলো
আত্মার সন্ধানে,

ভক্তি তাঁহারে যুক্ত করেছে
বিশ্ব-ভূপের পায়,
মুক্তি পিয়াসে ভক্ত আসে সে
পুণ্য চরণছায়।

আত্ম-জয়ের অমোঘ মন্ত্র
তোমার কণ্ঠে শুনি,
রস-ঘন তব জীবন প্রবাহ
শান্তির সুরধুনী।

ধ্যানী জানে যাঁরে মর্ম্ম মাঝারে
করুণ নয়ন-জলে,
তাঁহারি লীলায় দারু ও শীলায়
জ্যোতির দীপালী জ্বলে।

মানস-নয়ন মেলিয়া হেরিলে
জগৎ ব্রহ্মময়,
মহাপ্রাণ আর মূক জড়তার
ঘটালে সমন্বয়।

নবীন ছন্দে চির আনন্দে
ভরিল জীবন যাঁর
সে অমর প্রাণ মহামানবের
চরণে নমস্কার।

কেশব চন্দ্র

জন্ম—১৮৩৮ খৃঃ

মৃত্যু—১৮৮৪ খৃঃ

তরুণ তেজের অগ্নি-শিখায়
প্রেমের প্রদীপ জ্বালিয়ে নিয়ো।
দেখবে আপন চলার পথে
মিলবে জীবন-পথের প্রিয়।

সেই আলোকের পরশ পেলে
বুকের মণি উঠবে জ্বলে।
অগ্রগামী এগিয়ে যাবে
কানন-গিরি-পাথর দলে'।

বুকের মাঝে জাগিয়ে তোলো
অতুল প্রেমের মন্ত্রটিকে,
জয়ের মালা মিলবে তবে
মহৎ কাজে সকল দিকে।

তোমার বাণীর বন্যা বেগে
লাগলো দোলা তরুণ-মনে।
মুক্তি-পাগল উঠলো ক্ষেপে
নবীন যুগের জীবন-রণে।

পরগাছা সব জ্বালিয়ে দিয়ে
পুড়িয়ে ফেলে আবর্জনা।
ধর্ম্মপথের নূতন বিধান
আনলে তুমি হে আনমনা।

চিত্ত-মাঝে জল্‌ত সদা
যৌবনেরি দীপ্ত শিখা,
সেবকদলে পরিয়ে দিলে
পুণ্য আলোর আশিস্‌-টীকা।

উৎসাহেতে বইল ধারা
মহান্‌ জাতির জীবন-গাঙে।
প্লাবন তারি ছাপিয়ে নামে
প্রবল ধারা দুকূল ভাঙে।

বঙ্কিম চন্দ্র

জন্ম—.৮৩৮ খৃঃ

মৃত্যু—১৮৯৪ খৃঃ

বঙ্কিম, নব বাঙলার ঋষি
মন্ত্র তোমার মধুচ্ছন্দা,
মুক্তিকামীরে মুগ্ধ করেছ
বহায়ে ভাবের অলকনন্দা।
ভারত ভুবন প্লাবিয়া পুলকে
ছুটিল অযুত সুধা-তরঙ্গ,
প্রথম বাজাল মুক্তি-শঙ্খ
তোমার গর্ব্বে নবীন বঙ্গ।
শিল্পী-মনের আনন্দমঠে
হেরিলে উজল মায়ের মূর্ত্তি,
ছন্দে গাহিলে বন্দনা তাঁর,
সঙ্গীতে হ'লো অমিয় স্ফূর্ত্তি।

৭

বন্দী-যুগের রাত্রি পোহায়,
গগনে জাগিল তরুণ সূর্য্য,
নব প্রভাতের সংগ্রাম-সাথে
দিকে দিগন্তে বাজিল তূর্য্য।
দুঃখের পথ সিক্ত করিল।
স্বদেশ-সেবায় শোণিত বর্ষি',
দৃপ্ত প্রাণের মুক্তি কামনা
আদরে চুমিল ফাঁসীর রশ্মি।
নবীন আশার কনক প্রদীপ
নিভে গেল কত কারার কক্ষে,
অগ্নি-ঋষির মন্ত্র গাহিয়া
মুক্তি-অনল জ্বালিল বক্ষে।
নির্ভীক তারা, ভয় মানিল না,
আজিও বাজায় সমর-ডঙ্কা,
সেই পথে আজি সেনা অগণ্য
ছুটিয়া চলিল মানে না শঙ্কা!
কল্লোলোকের দ্বার খুলে দিলে
বাণী-শিল্পীর গুরু প্রণম্য,
বঙ্গবাণীর মন্দিরতলে
অর্ঘ্য তোমার পরম রম্য।
সম্রাট, চির সংযত তুমি,
সুন্দর কথা-শিল্পী রাজ্যে।
যাত্রীরা তব দীপ্ত মশালে
আলোকের পথ খুঁজিছে আজ যে।

সুরেন্দ্র নাথ

জন্ম—১৮৪৮ খৃঃ

মৃত্যু—১৯২৫ খৃঃ

রাষ্ট্রের গুরু তুমি, মুক্তির দূত,
বন্ধন-জ্বালা মনে বেদনা অযুত,
এনে দিলে জাগরণ এ কি অদ্‌ভুত
মহা•••বন্দী জাতির।

বাঙালীর হাতে রাঙা পরালে রাখী,
বেদনার নিশি তার ঘুচিবে না কি ;
খুলতে শিকল সে যে এখনো বাকী
হায়···তুমি নাই বীর।

সে দিনের বাংলার মহিমার দান,
ভারতের দিকে দিকে ঘোষে অভিযান,
জাগে যারা সবহারা নত, ম্রিয়মাণ
তুলি···উন্নত শির।

শঙ্কিত হ'লো যারা করে অন্যায়,
জনতা ব্যাকুল তব বাণী-বন্যায়,
মুক্তির সংগ্রামে নব চেতনায়
দোলে···হৃদয় অধীর।

ঘরে ও বাহিরে যারা যেথায় আছে,
মান ছিল অম্লান সবার কাছে,
সেই নাম শুনে আজো হৃদয় নাচে
মুছি···নয়নের নীর।

রবীন্দ্র নাথ

জন্ম—১৮৬১ খৃঃ
তিরোভাব—১৯৪০ খৃঃ

ভালোবাসা রেখে গেলে ধরণীর ধূলিতে ;
তুমি চলে গেছ, তবু পারি নাই ভুলিতে।
দুঃখের দেশে এসে পেলে কত বেদনা,
বন্দীর বুকে বুকে দিলে নব চেতনা,
জন্মভূমির কাজে সঁপে গেলে প্রাণ-মন ;
অজানারে করে গেলে আপনার প্রিয়জন।
মানুষের কবি তুমি, বাণী চির মধুময়,
মানুষের পৃথিবীতে মানিলে না পরাজয়।
ললাটের আননের দীপ্তি সে বিজয়ীর,
এ জীবনে অবনত কর নাই উঁচুশির,
আলোকিত করি এই জগতের রাজপথ
দিকে দিকে চলে তব জীবনের জয়রথ।
খুলে দিলে এ জাতির নব জনমের দ্বার,
তুমি আমাদের কবি, লও গো নমস্কার।

সুন্দর, যিনি এই বিশ্বের সারথী,
বাণী-মন্দিরে তাঁর করে গেলে আরতি,
সত্যের সাধনায় জয়ী তুমি, হে ঋষি,
বিদ্যার আসনেও বিজ্ঞানী, মনীষী,
প্রকাশের বেদনায় বাণী ছিল বন্ধ,
কল্পনা পেলো নব মুক্তির ছন্দ,
যে আলোর আল্পনা চন্দ্রে ও সবিতায়,
সেই আলো রেখে গেলে গল্পে ও কবিতায় ;
সে আলোকে ছুটে যায় নয়নের নিদালি,
উৎসবে জ্বালি মোরা সে আলোর দীপালী।
এ চলার পথে পথে কত ফুল ফুটালে,
মর্ত্ত্যের ঘরে ঘরে কত মধু জুটালে,
আন্‌মনে গান গেয়ে চলিয়াছ একেলা,
ওগো কবি, আমরাও ভালোবাসি এ খেলা,
খেলাঘর ভেঙে দিয়ে রেখে গেলে বাঁশরী,
সে বাঁশীর সুরে আজ আপনারে পাশরি।
তুমি এসে ঘুচাইলে সুদূরের ব্যবধান,
রাত্রির দেশে হবে আঁধারের অবসান,
এ আঁধারে যুগে যুগে ছিল জাতি ঘুমিয়ে
ঘুম কেড়ে নিলে আঁখি-পল্লবে চুমিয়ে।
ভারতের রবি জাগে, ঘুচে যায় রাত্রি,
মুক্তির রাজপথে চলে জয়যাত্রী।

রবীন্দ্র নাথ

জন্ম—১৮৬১ খৃঃ
তিরোভাব—১৯৪১ খৃঃ

বাণীর বীণা বাজিয়ে কবি জীবন দিলে মধুর ক'রে,
নিখিল-মনের মৌচাকেতে নবীন মধু উঠ্‌ল ভ'রে।
ভুল্‌তে তোমায় পারবো না গো আপন তুমি সবার চেয়ে।
জয়ের পথে চল্‌ব মোরা তোমার গাওয়া সে গান গেয়ে।
ভুবনজয়ী জীবনলীলা আরতি তার মনের মাঝে।
জগৎ জুড়ে মধুর সুরে কবির বেণু আপনি বাজে।
মিটিয়ে দিলে যুগের দাবী মনের মানুষ সবার প্রিয়।
প্রীতির রঙে রাঙিয়ে দিলে বিশ্ব-বাণীর উত্তরীয়।

দেশের মাটি ফলায় ফসল খাবার মিলে তাতেই জানি।
মনের রতন-প্রদীপ জ্বালে কবির গাওয়া গভীর বাণী।
মোদের প্রিয় গানের রাজা প্রণাম পেলো দেশ বিদেশে।
ভাবের ঘরে রসের পূজা পূর্ণ হ'ল বাংলা দেশে।
কালের কোলে আসন তব মরণ যাবে চরণ চুমি'।
জগৎ যবে ব্যথায় ভরা জগৎ-কবি কোথায় তুমি।
শিউলি যারে আসন দিত শ্যামার শিসে পুলক প্রাণে।
আকাশ জুড়ে বাঁশীর সুরে মধুর বাণী শোনাত কানে।
কিরণ সারা ভুবন ভরা গগনে ভানু তোমার মিতা।
রবির রাঙা কনক দীপে কুটীরে জ্বালি দীপান্বিতা।
মোদের রবি বিশ্ব-কবি ঘরের ছেলে জগৎ-জ্যোতি।
জ্ঞানের রাজা, গানের রাজা, রচিল গীতি-অমরাবতী।
বিদায়-দিনে বিষাদ মনে প্রণাম করি হে কবি গুরু।
এবার বলো কোন্ জগতে নূতন লীলা করিবে সুরু।

প্রফুল্ল চন্দ্র

জন্ম—১৮৬১ খৃঃ
মৃত্যু—১৯৪৪ খৃঃ

আকাশ মোদের উজল করে, দেখ্‌ প্রফুল্ল চন্দ্রকে,
যশের কিরণ ছড়ায় ভুবনময়,
আধার দেশের মলিন মুখে আশার আলো ফুটলো রে,
এবার মহা জাতির হবে জয়।
ত্যাগের বাণী অবাক মানি শুনলো সবে তার মুখে,
দেশের তরে সকল করে দান,
সবখানি তার বিলিয়ে দেবার শক্তি পেলো ঐ বুকে,
আত্মদানের গৌরবে মহান।
আত্মদাতা অগ্নি-ঋষির অস্থি দিয়ে বজ্র হয়,
চোখের দেখা পাইনি কভু তার,
নবীন যুগের দধিচী ঐ জাগরণের মন্ত্র কয়,
ঘুমায় যারা জাগবে রে এবার।

কথার মালা গাঁথলে বসে মুক্তি কভু মিলবে কি ?
বিজ্ঞানেরি দুর্গে খোল দ্বার,
কর্ম্মবীরের সঙ্গে জ্ঞানের বর্ম্ম পরে নাও দেখি
দুঃখ-দানব করবে নমস্কার।
বণিকসম ভাসাও তরী আপনি হয়ে কর্ণধার,
বাণিজ্যেতে লক্ষ্মী বসত করে,
জীর্ণ সমাজ করলে যে আজ নূতন করে সংস্কার,
শিল্পশালা খুল্‌লে দেশের তরে।
শ্রাবণ- ধারার প্লাবন-বেগে গ্রামের গরীব যায় ভেসে,
তখন ছুটে সেবার ব্রত নিলে,
ব্যথায় যারা আত্মহারা, ক্ষুধায় কাতর এই দেশে,
তাদের মুখে অন্ন তুলে দিলে।
কর্ম্মী তুমি বন্দনীয়, জ্ঞানের গুরু, আচার্য্য,
ভোগের পথে পাওনি যে উৎসাহ,
রসায়নের পাঠশালাতে প্রদীপ জেলে হে আর্য্য,
তাপস কর কর্ম্ম সুনির্ব্বাহ।

প্রফুল্ল চন্দ্র

জন্ম—১৮৬১ খৃঃ
মৃত্যু—১৯৪৪ খৃঃ

নব বঙ্গের বন্ধু ও গুরু,
রসায়ন-বিজ্ঞানী ;
জ্ঞান-গঙ্গার মধু-রসধারা
মর্ত্ত্যে দিয়েছ আনি।
দুর্জ্জয় তব মন্ত্র শপথ
নূতন দিনের, তুমি ভগীরথ
বহালে প্রবল কর্ম্ম-প্রবাহ,
যন্ত্র-যুগের বাণী
শুনালে জাতিরে, আশ্রয় ঘিরে
রাখিয়াছে দুই পাণি।

চির যৌবন বেঁধেছিলে বুকে
হে চির আত্মভোলা ;
হে কর্ম্মবীর, দেখালে জাতির
জয়ের রাস্তা খোলা।
বিজ্ঞান-গিরি-শিখর চূড়ায়,
জ্ঞানের সূর্য্য কিরণ ছড়ায়,
তাহারি বিভায় ভরি' চেতনায়
চিত্তে লেগেছে দোলা,
সকলের তরে আপনার ঘরে
দুয়ার রেখেছ খোলা।

আচার্য্য তুমি, দানে বিতরণে
গড়িলে পান্থশালা ;
হেথায় জ্ঞানের ঘৃত-রসায়নে
দীপ্ত প্রদীপ জ্বালা।
ছাত্র এসেছে রাত্রি প্রভাতে,
লভিল বিদ্যা বিনয়ের সাথে,
দেশে দেশান্তে আজিকে তাহারা
লভিছে যশের মালা।
ভাগ্যলক্ষ্মী সাজায় সমুখে
ভোগের স্বর্ণ-থালা।

কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাস

জন্ম—১৮৬১ খৃঃ
মৃত্যু—১৯০৫ খৃঃ

বাহুর বলে বীর বাঙালী
জগৎ-সভায় কীর্ত্তি রাখে,
গৌরবেরই আসন দিল
বীর সমাজে নিঃস্ব মাকে।

ঝড়ের সাথে আঁধার রাতে
বজ্র-বাদল মাথায় ব'য়ে,
ভাসিয়ে তরী সাগর পারে
বেরিয়ে গেল দিগ্বিজয়ে।

রক্তে ছিল জয়ের নেশা
ভয় যে কিসে নাইক জানা,
দুঃসাহসের চলার পথে
মৃত্যু এসে দিচ্ছে হানা।

অগ্নি-গোলা আগুণ জ্বালে
অসির মুখে শোণিত রেখা,
বীর বাঙালীর শক্তি সাহস
রক্ত রেখায় রইল লেখা।

যুদ্ধ-বিমুখ নয় বাঙালী,
কৌশলী সে রণ-বিজয়ী,
আনলো সুরেশ জয়ের মালা,
বাংলা মা যে অগ্নিময়ী।

দুর্য্যোগে যার যাত্রা সুরু
দুঃখ ঘুচে তারই আগে,
জয়পরাজয় সত্য বলেই
জীবন এমন মধুর লাগে।

জগদীশ চন্দ্র

জন্ম—১৮৬১ খৃঃ
মৃত্যু—১৯৩৭ খৃঃ

কইলে কথা লাজুক লতা লজ্জাবতীর সাথে !
'বনচাঁড়াল'ও নাচ দেখালো তোমার আঙিনাতে।
নিখিল-প্রাণের একটি রীতি একধারাতে বহে।
নরের বুকে, জড়ের বুকে তফাত কোথাও নহে।
তোমার কাছে মান পেয়েছে তরুলতার দল।
গুল্মতরু প্রাণীর মতন চেতনে চঞ্চল।
বেসুর বুলি ছিল যা এই জীবন বীণার মাঝে।
অনেক তারের ঐক্যতানে একতারে সুর বাজে।
জীবের সাথে উদ্ভিদের এই আত্মীয়তার কথা—
জানলে তুমি, এক নিয়মের প্রাণ ধারণের প্রথা।
দুঃখে, সুখে মোদের মতন তাদের অনুভূতি।
জীবের, জড়ের জীবন-কথায় লিখলে নূতন পুঁথি।

তরুর যেমন জন্ম, মরণ—কিশোর শিশুকাল,
তেমনি আছে দেহের মাঝে স্নায়ু পেশীর জাল।
প্রাণ আছে, হৃৎপিণ্ড নাচে নিদ্রাজাগরণে।
হচ্ছে দেহের রস চলাচল তাইত সকল ক্ষণে।
বৃক্ষ-দেহ অসাড় ছিল এই আমাদের জানা।
বল্লে তুমি, এখন থেকে বলতে সে সব মানা।
জড়ের বুকে প্রাণের সাড়া প্রথম তুমি পেলে।
ভুবন মাঝে নূতন কথা প্রচার করে গেলে।
চলতে গিয়ে যন্ত্রও তাই ক্লান্ত হয়ে পড়ে—
বিশ্রামে ফের শক্তি আসে, সবল বেগে নড়ে।
সত্য জানার তপস্যাতে এক পায়েতে খাড়া।
তোমার কাছে দিচ্ছে ধরা বোবা প্রাণের সাড়া।
বিপুল প্রাণের নিদ্-মহলে খুল্লে দুয়ার যতো।
সেথায় তুমি ঢুকলে এসে দিগ্বিজয়ীর মতো।
বিজ্ঞানে এই বাংলা দেশের আসন ছিল নীচে।
নবীন জীবন-বিজ্ঞানে আজ বিশ্ব তোমার পিছে।
অদৃশ্য এক গোপন আলোর পথ পেয়েছ খুঁজে।
আকাশ-বাহী দূতের লীলা কেই বা এত বুঝে।
আপন মনে ঘরের কোণে কাটত সকল বেলা।
তড়িৎ-শিশুর সঙ্গে তোমার চলত নূতন খেলা।
তোমার কাছে আত্মীয় সব, সবাই পেলো মান।
বিশ্বগুণীর সভায় শুনি তোমার যশোগান।
নিখিল-প্রাণের মর্ম্ম-কথা জানতে তুমি পেলে।
সত্য তুমি ভারত-ভূমির আর্য্য ঋষির ছেলে।

স্বামী বিবেকানন্দ

আবির্ভাব ১৮৬২ খৃঃ

তিরোভাব ১৯০২ খৃঃ

চির মানবের মিলন-মন্ত্রে
গাহি সঙ্গীত নবীন ছন্দ,
আমাদের ঘরে জন্ম নিয়েছে
বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ।
বাণী অনুপম অভয় অশোক,
বিশ্বজনেরে বিতরি আলোক,
মহা অজানারে জানাল জগতে
অন্তরে বহি' চির আনন্দ,
বাজায়ে প্রেমের বিজয়-শঙ্খ
ঘুচালো নিখিল বেদনা, দ্বন্দ্ব।

আলোর দুলাল জীবনে জাগালো
মহামানবের পরম আদর্শ,
গহন মনের মণিদীপ-শিখা
আকুলি জ্বলিল আলোর হর্ষ।
প্রীতি অনুরাগে অমল কোমল,
ফুটিল শোভন ধ্যানের কমল,
সুধারাশি তারি নিল বুক ভরি'
আশা দিল দুখে যারা বিমর্ষ,
সবার উপরে সেবার মহিমা
শিখাল শিষ্যে দিবস, বর্ষ।

তব মহিমার গাঁথা মণিহার
সেবা-দয়া-দান-প্রেমের বিত্তে ;
গাহিলে অভেদ বেদনার বেদ,
মরমের ব্যথা মুছায়ে চিত্তে।
তোমার পতাকা তু'লে দাও হাতে,
জীবনের জয় গাহি এক সাথে,
বাধা ভয় দলি' আগে যাব চলি'
চির কিশোরের চপল নৃত্যে,
তোমার বুকের বেদনা বহিব
নবীন জীবন-মিলন-তীর্থে।

আশুতোষ

জন্ম—১৮৬৪ খৃঃ

মৃত্যু—১৯২৪ খৃঃ

বাণীর কমল-মৌ-পিয়াসী,
জ্ঞান-সাধনা বাসতে ভালো,
মনের কালি মুছিয়ে দিতে
আঁধার ঘরে প্রদীপ জ্বালো।
শিক্ষা পেলে জাগবে জাতি,
আবার তারা মানুষ হবে,
নবীন যুগে জয়ের পথে
বেরিয়ে যাবে সগৌরবে।
বিশ্ব-জ্ঞানের পথিকদলে
ডাকলে প্রিয় সম্ভাষণে,
বঙ্গবাণীর তীর্থে এসে
বসলো সবে উচ্চাসনে।

দেশ বিদেশের মনীষীদের
সঙ্গে সেবার হাত মিলালে,
অন্ধ মনের বন্ধ দুয়ার
খুল্‌তে নবীন জ্ঞান বিলালে।
ছাত্র এলো বিদ্যালয়ে
রিক্ত মনে শূন্য হাতে,
শিখ্‌ল জ্ঞানের চর্চ্চা নব
চিত্তে মণিদীপ জ্বালাতে।
অজ্ঞানতার পাষাণ চাপা
জন্মভূমির বক্ষপরে;
সেই আলোকের মুক্ত শিখা
জ্বাল্‌বে আলো লক্ষ ঘরে।
জাতির বুকে জ্ঞানের আলো
ছড়িয়ে দেবে মনের আশা,
উচ্চ বেদীর আসন পেলো
বাংলা-বুলি মাতৃভাষা।
আপন নামে সম্মানিত
করেন তোমায় সরস্বতী।
শ্যামল মোদের বাংলা দেশের
সিংহ-পুরুষ সেবাব্রতী।

মহাত্মা গান্ধী

জন্ম—১৮৬৯ খৃঃ

আহ্বান এলো গান্ধীজীর,
অগ্নি-বিষাণ বাজা গভীর,
কিশোর বীর।
মুক্তি-সেনানী এগিয়ে চল্,
বন্ধন-বাধা দুপায়ে দল্,
এগিয়ে চল্।

মুক্তির রথে যুক্ত আমরা,
সত্যের পথে উচ্চ শির ;
অগ্নি-কেতন উড়াও আকাশে
জাগো হে সুপ্ত বন্দীবীর।

জাতির পাতির নিষ্ঠা রাখ্,
শঙ্কিত ভীরু পিছনে থাক্,
দূরে পালাক্।
সিন্ধু, কাবেরী, গঙ্গাজল,
হিমগিরি, নীল, বিন্ধ্যাচল,
কাঁপায়ে চল্।

দলে দলে চল্, পায়ে পায়ে দল্,
বিভেদ বিরোধ চূর্ণ হোক্ ;
চঞ্চল তোর চলার দোলায়
দুয়ার খুলিবে মুক্তি-লোক্।
শিয়রে বিপুল সর্ব্বনাশ,
মৃত্যু নিকটে, করিবে গ্রাস,
ভুলিতে চাস্ ?
ঘুম্-ঘোর টুটে শতাব্দীর,
জাগরণ আনো কিশোর বীর,
জাগো অধীর।
শরৎ-আলোর রক্ত-সায়রে
মুক্তি-কমল ফুটারে ভাই ;
অগ্নি-ঋষির আহ্বান শোনো
জোর করে বলো মুক্তি চাই।
মুক্তি চাই রে মুক্তি চাই,
জীবনের জয় আমরা গাই,
মুক্তি চাই !
করবো না মোরা দুঃখে ভয়,
সংশয় যাক্, ভাবনা নয়,
আন্‌বো জয়।
মরণের পথে মিলে স্বাধীনতা,
মোদের সাধনা সমুজ্জ্বল ;
জয় গাহ বীর জন্মভূমির
নবীন যুগের কিশোর দল।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

জন্ম—১৮৭০ খৃঃ
মৃত্যু—১৯২৫ খৃঃ

বাংলা দেশের গর্ব্ব তুমি,
পুণ্য হলো মোদের মাটি,
সবার প্রাণে ছুঁইয়ে দিলে
চিত্ত-জয়ের সোণার কাঠি।

সর্ব্বহারা জাতির তরে
সবখানি যে করলে দান,
জীবন দিয়ে জ্বালিয়ে গেলে
ত্যাগের শিখা অনির্ব্বাণ।

সেই আলোকে যাত্রী চলে,
দীপ্ত হ'ল চিত্ত-চিতা,
বন্দিনী মা'র মন্দিরে আজ
আত্মদানের দীপান্বিতা।

কাব্যে কথায় রইল আঁকা
তোমার মনের মহৎ ছবি,
যুদ্ধে তুমি বীর সেনানী,
শিল্পী-গুণীর বন্ধু, কবি।

জাতির পায়ে শিকল বাঁধা,
কে আজ সে বাঁধ খুল্‌বে ভাই ?
দুঃখজয়ীর দলের সেরা
মোদের দেশবন্ধু নাই।

দেশের ডাকে বীরের মতো
করলে মহৎ জীবন দান,
তিরিশ কোটির পায়ের শিকল
ভাঙতে হলো বিকল প্রাণ।

চৌদ্দ যুগের জমাট ব্যথা
সইল না সে ব্যথার ভার,
শত্রু হলো পরদেশীরা
জাগ্‌ল সাড়া সাগর-পার।

শিকল-বেদীর লৌহ-খিলান
দেড়শ' বছর রয় খাড়া,
ভাঙার যুগে তোমায় ঘিরে
বীর সেনারা দেয় সাড়া।

সাগর-জলে কাঁপন লাগে
তুষার গলে হিমগিরির,
কারার গেল দুয়ার খুলে'
বীরের তবু উচ্চ শির।

যতীন্দ্র মোহন

দেশের প্রিয়, দশের প্রিয়,
বন্ধু, তুমি বীর সেনানী।
বন্দী-যুগে মুক্তি-সেনা
শুন্‌ল গভীর অগ্নিবাণী।
তপ্ত বুকের রক্ত ঢেলে
ধুইয়ে দিলে পাষাণ-কারা,
তোমার তরে গর্ব্ব করে
দেশের গরীব সর্ব্বহারা।

স্বদেশ সেবার ভান ক'রে যে
শিখ্‌ল নানা কায়দা কেতা,
ত্যাগীর বেশে দাঁড়ায় এসে,
গাঁয়ে মানেনা আপনি নেতা,
তোমায় দেখে তাদের চিনি,
স্বদেশ প্রেমের ভিন্ন ধারা,
বন্দনীয় দেশের প্রিয়,
আপন তেজে আত্মহারা।
কৃষ্ণাতিথির গগনতলে
মুক্তি-আলোক-স্তম্ভ ছিলে ;
বিপ্লবেরই বহ্নিশিখা
দেশান্তরে ছড়িয়ে দিলে।
সে দিন ছিল মূক জনতা
অত্যাচারে জর্জ্জরিত,
বীরের মুখে দেশের কথা
শুনতে তারা ভয়-চকিত।
নির্ব্বাপিত হয়নি তবু
উৎসাহেরি অগ্নি-কণা।
একলা চলার গহন পথে
করলে নব যুগ রচনা।

শ্রীঅরবিন্দ

জন্ম—১৮৭২ খৃঃ

অমল প্রাণের কমল-সুরভি
অন্তরে দিল দোলা ;
অজানার প্রেমে শ্রীঅরবিন্দ
আকুল আত্মভোলা।
চির মৌনের পথের প্রান্তে,
হৃদয়-প্রদীপ জ্বালি' একান্তে,
ওগো অনুরাগী, রহিয়াছ জাগি'
অরূপের সন্ধানে ;
দেব-জীবনের আলোক আনিতে
মর-মানবের প্রাণে।

কোন্ মরমীর সঙ্গ লভিলে
গহন মনের মাঝে,
অসীমের কোন্ গোপন বারতা
পেলে তুমি জানিনা যে।
হে গোপনচারী, চিনাও সবারে
অন্তরবাসী চির অচেনারে,
যুগে যুগে যার আলোর সুষমা
অন্তবিহীন ছন্দে—
ভরি' প্রাণ মন পেয়েছে যে জন,
জাগে সে পরমানন্দে।

শরৎ চন্দ্র

জন্ম—১২৮৩ সাল
মৃত্যু—১৩৪৪ সাল

সুন্দরের মন্দিরের শোন্ মধুর বাজ্‌লো বীণ।
কল্পনার রাজকুমার আজকে তার জন্মদিন।
কার বিরল কৌতূহল শুনতে সুর তার বাঁশীর।
কোন্ পুরীর সাতমহল খুল্‌ল বল্ শিল্পী বীর।
কণ্ঠে তার বাজ্‌লো সুর কার করুণ মূক ভাষায়।
শক্তিহীন রোগ-মলিন এই মোদের বাংলা মা'র।
কোন্ ব্যথায় পল্লী মা'র নীল চোখের অশ্রুবয়,
কোন্ মেয়ের নাইরে সুখ, কার জীবন দুঃখময়,
নাই সুখের অন্নজল, কার বুকের শোক গভীর,
সেই নারীর লাঞ্ছনায় ঝরত তার অশ্রুনীর।

কার করুণ মূর্তি আর কার বেজায় স্ফূর্তি তাও,
সব ছবিই তার তুলির দৌলতেই দেখতে পাও।
তুচ্ছতার উচ্চতর সব ছবিই আঁকলো সে-ই,
আমরা তাই মাল্য দেই সেই শরৎ চন্দ্রকেই।
গল্প তার রূপকথার নয় নিছক কল্পনা,
শিল্প সেই সুন্দরের মন্দিরের আল্পনা।
শিল্পী মন চাই কি ? চল্ তার মিলন-মন্দিরেই।
সেই বাণীর দীক্ষা নিস্ মুক্তি দিস্ বন্দীরেই।
সত্যিকার দেশপ্রেমিক বলতে হয় সেই মহৎ।
যার দরদ-দৃষ্টিতেই দীপ্তি পায় এই জগৎ।
তার মানস পুত্রদের চিনতে ভাই কষ্ট নাই,
সব কিশোর শুন্টু আর রুণ্টুদের সঙ্গীরাই।
তার চপল শৈশবের শুন্ মধুর গল্প শুন্,
সব কাজেই দক্ষ সেই তার মতন নাই নিপুন।
সাপ খেলায় ডাকলে তায় দেখবে নাই ভয় বালাই,
দেশ বিদেশ ঘুরছে বেশ আদলাটাও সঙ্গে নাই।
বর্ষা-মাস পড়লো যেই আর কি মন রয় ঘরেই ?
যায় কোথায় ? দেখ খুঁজেই হয় ত কার নৌকা নেই।
ঘুম যাবার কায়দা তার শুন্‌তে চাও ? বেশ মজার,
হয় ত কোন্ বটগাছের মগ ডালেই রাত কাবার।
ভয় বিপদ জয় করেই বীর বালক, শুন্‌তে বেশ।
এমনি সব কীর্তি যার তার কথার নাইরে শেষ।
প্রাণ দয়ায় খুব দরাজ, মন কোমল অশ্রুময়,
দান বহুল সেই জীবন সব কাজেই তার বিজয়।

অবনীন্দ্র নাথ

স্বপন-পুরীর দুয়ার খুলে
তুলির লেখা লিখছ কে,
দুই নয়নে দীপ্তি প্রতিভার।
রামধনুকের তোরণতলে
রসের খেলা খেল্‌ছ যে,
শিল্পী-গুরু, তোমায় নমস্কার।

আশিস্ পেলে ললাট পরে
রবির আলোর জয়-তিলক—
দীপ্ত হ'লো দিব্য অনুরাগে।
শিল্পী করে রূপের পূজা
দুই নয়নে নাই পলক,
সেই মাধুরী মর্ম্মে গিয়ে লাগে।

কোমল তুলির ইন্দ্রজালে
মুগ্ধ হ'লো বিশ্বজন,
চিত্তে তোমার কোন্ অলকার মায়া।
ধরতে চির ধ্যানের ছবি
নিত্য নব আকিঞ্চন,
লাগ্‌ছে চোখে মধুর আলো ছায়া।

দৃষ্টি তোমার পরশমণি,
বিচিত্র এই সংসারে
দেখ্‌ছ যাহা লাগ্‌ছে চমৎকার।
মূল্যহীনে করলে সোনা,
বাসল ভালো মন যারে,
শিল্পী, তারে দিচ্ছ পুরস্কার।

জন্মভূমি ধন্য তাহার
মনের মানুষ চিন্‌ল যে,
এই জীবনে নাই রে পরাজয়।
আপনভোলা ঐ সাধনায়
হারিয়ে পেলে আপনাকে,
বিশ্বে দিলে সত্য পরিচয়।

মৌলানা আজাদ

জন্ম—১৮৮৮ খৃঃ

দুখের দিনে জাতির সাথী, আজাদ তুমি, স্বাধীন প্রাণ,
শিকল-বাধা বিকল করে মুক্তি তারে করবে দান।
সংগ্রামে যে শঙ্কা নাহি, চালাও তব বিজয় রথ।
তোমার কাজে উজল হবে হিন্দুস্থানের ভবিষ্যৎ।
জাতির হিতে শত্রু সাথে লড়ছে যারা দীর্ঘ দিন,
মৃত্যুজয়ী মহৎ ছেলে, তোমার তারা আজ্ঞাধীন।
তোমার কাছে ভারতবাসী গরীব ধনী সমান সব,
বিপুল তব জীবনভরা তাদের সেবা-মহোৎসব।
অধীন দেশে জনম নিয়ে মানুষ হওয়া কঠিন বেশ।
তোমার মত মানুষ পেয়ে গর্ব করে মোদের দেশ।

বিপদ বাধার গণ্ডী ভেঙে যাত্রা তোমার ভয়ঙ্কর—
কোন্ সে যুগে করলে সুরু, শেষ হলো না তেপান্তর ;
আঁধার রাতে কাঁটার পথে লঙ্ঘি' চলো বন পাহাড়।
দুর্গমেরই যাত্রী ওগো, তোমায় করি নমস্কার।
বিশ্ব-পিতা, মন্দিরে কি মস্‌জিদে তার আসন নাই ?
সেথায় আছে দম্ভ এবং সম্প্রদায়ের গণ্ডীটাই ?
কোথায় মোদের মক্কা, কাশী, গুপ্ত প্রেমের বৃন্দাবন ?
রক্ত দিয়ে সিক্ত হলো জগন্নাথের সিংহাসন ?
জান্‌লে তুমি, ভারতভূমি হিন্দু মুসলমানের দেশ।
সম্মিলিত শক্তি নিয়ে করতে হবে শত্রু শেষ।
মুক্তি-সেনার নায়ক তুমি, ভিন্‌-দেশীরা বেশ জানে।
বিয়াল্লিশের বিপ্লবীরা জাগ্‌ল তোমার আহ্বানে।
ধর্ম্ম তোমার এমনি উদার, তোমার পাশে সবার ঠাঁই।
সকল কাজে মিলন মহৎ, মিলন ছাড়া মুক্তি নাই।
কর্ম্মে তুমি সবার সেরা, জাতির নেতা উচ্চ শির।
মুসলমানের এ মল্লুকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, ধর্ম্মবীর।
গোলামখানায় খোদার আসন পাতবে কোথায় মৌলানা ?
তাই কি নিলে বন্দীজীবন, লৌহ কারার আস্তানা ?
জগৎ মাঝে অল্প আছে তোমার মত প্রেমিক জন।
বন্দী জাতির চিত্তে তোমার নিত্যকালের সিংহাসন।

খাঁ আব্দুল গফুর
জন্ম—১৮৯০ খৃঃ

ভারতের পাঠানের মনে নাই ভয় ডর,
এ জাতির মহাবীর আব্দুল গফ্ফর!
প্রাণে তার সঞ্চিত চেতনার বিদ্যুৎ,
দেশে যারা বঞ্চিত, ডাকে মুক্তির দূত—
জাগো ভাই ভয় নাই, সাথে আছে ভগবান,
তাঁর সেবা করে যেবা পাবে সে অমর প্রাণ।
দিকে দিকে শুনা যায় জীবনের জয়গান,
সুরু হ'লো বন্দীর মুক্তির অভিযান।

হিংসার হানাহানি বিংশ শতাব্দীর,
শান্তি হরিয়া নিল মানুষের পৃথিবীর ;
দুঃখের দুনিয়ায় চিত্ত অশান্ত,
মুক্তির জয় গাহে পাঠান-সীমান্ত।
মোরা চাই জগতের শান্তি প্রতিষ্ঠা,
মানুষের অধিকারে আমাদের নিষ্ঠা।
প্রেম দিয়ে জয় করি অরাতির বাহুবল,
প্রাণ দিয়ে জ্বালি মোরা জীবনের হোমানল।
পিছে যারা দিশেহারা হাত ধরে ডেকে নাও,
কুটীরের তমসায় জ্ঞানদীপ জ্বেলে দাও,
যুগে যুগে দিল যারা জীবনের বলিদান,
হে পাঠান, করে যাও সেই পথে অভিযান ;
নব যুগ এলো ভাই, আনো নব জাগরণ,
এ দেশের ঘরে ঘরে করো তারি আয়োজন।
মন থেকে মুছে ফেলো অবসাদ, ভয়, লাজ,
মানুষের বেদনার অবসান চাই আজ !

দিগিন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য

জন্ম—১৮৮৪ খৃঃ

"প্রীতির কভু ঘটেনা পরাজয়,
বিপুল তব প্রাণের পরিচয়,
মহৎ কাজে তোমার হবে জয়,
দেশের কাজে নিয়েছ নব দীক্ষা।

সংযমেরি পথটি চিনে তবে,
যৌবনেরে জয় করিলে ভবে,
বিপুল বলে এগিয়ে যেতে হবে,
তরুণ মনে এ ছিল তব শিক্ষা।

আপনাকে যে জয় করিতে পারে,
বীর সে খাটী, ভয় করে সে কারে,
প্রেমের সুরে জয় করো সবারে,
চলার পথে দুঃখ কিছু নয়।

মানুষ হয়ে কে পেলো অপমান,
সমাজে কার সবার নীচে স্থান,
পাঠালো ভবে তোমায় ভগবান,
তাদের তরে, জয় তোমারি জয়।

পালন করে পরকে শিখাইলে,
মহৎ তুমি তাই গো এ নিখিলে,
দেশের তরে সবটুকুই দিলে,
একেই বলে আত্ম-বলিদান।

নরের বুকে জাগেন তব প্রভু,
গরীব ঘরে জনম নিলে, তবু,
তোমার মত পাইনি খুঁজে কভু,
এমন খাটী একটি মহাপ্রাণ।

কোথায় মিলে এমন ভালোবাসা,
প্রকাশ করার পাই না খুঁজে ভাষা,
মনের কোণে একটু শুধু আশা,
পরশে তারি জাগ্‌বে এ জীবন।

সবার সাথে চল্‌তে গিয়ে পথে,
প্রেমের খেলা খেল্‌লে এ জগতে,
দুঃখ ব্যথার প্রান্তরে পর্ব্বতে
কোথায় পেলে অতুল এ রতন।

জওহরলাল

জন্ম—১৮৮৯ খৃঃ

দীপ্তি যাহার প্রাণের ধর্ম্ম, অন্ধকারের আলো
আপন তেজে জ্বাল্‌বে চিরকাল,
অগ্রগামী তরুণ যারা তারেই বাসে ভালো,
মুক্তিকামীর বন্ধু জওহরলাল।

মণীষা যার দীপ্তি পেলো মুক্ত গগন-পারে,
বিশ্ব-জ্ঞানের পথিক জনের প্রিয়,
বিদ্রোহীরা স্মরণ করে নম্র নমস্কারে,
বন্দী মহাজাতির বন্দনীয়।

শিকল ঘেরা পাষাণ-বেদীর অচল আয়তন
শতাব্দী-কাল রইল হয়ে খাড়া,
বিপ্লবী সে, ভাঙ্‌তে গিয়ে সইল নির্য্যাতন,
জীর্ণ ভীতে দিচ্ছে তবু নাড়া।

দেশের যারা সর্ব্বহারা, সমান অধিকারে
বঞ্চিত যে মর্য্যাদা যার নাই,
রাষ্ট্র রথের চাকায় পিষে মরছে অবিচারে,
বল্লে তুমি, মুক্তি তাদের চাই।

মানুষ বড়, মানব-হিতে সমাজ গড়া হবে,
শাসন বিধান সবার তরে এক,
ধণিক-রাজের সিংহাসনের সঞ্চিত পাব সবে
সরিয়ে কর সাম্যে অভিষেক।

তরুণ তেজে দীপ্ত হিয়া নবীন আশার দূত,
স্বপ্ন তোমার সত্য হবে কবে,
বীর সেনানী, তোমার ডাকে ঐ আসে অযুত,
দৃপ্ত সবে তোমারি গৌরবে।

নেতাজী সুভাষ চন্দ্র

জন্ম—১৮৯৭ খৃঃ

বন্দীবীর তোল্‌রে শির ঊর্দ্ধে ঐ নীল গগন।
তোর স্বদেশ কর স্বাধীন আজ এলো সেই লগন।
দীর্ঘ দুই শতাব্দীর ভাঙ্‌ শিকল, ভাঙ্‌ শিকল।
রাজমুকুট সিংহাসন আজকে হোক তোর দখল।
পরদেশীর নির্বিবচার অত্যাচার খুব চলুক!
বন্ধুদের আশ্বাসে বন্দীবীর বাঁধ রে বুক।
এই দেশের লাঞ্ছিতের আত্মদান হোক সফল।
রক্তে তোর লাগ্‌ল দোল দিল্লী চল্‌, দিল্লী চল্‌।

মুক্তির এই সংগ্রামে কন্যারাও যাত্রী আজ।
পথ চলার সঙ্গী তোর বীর ধীলন, শা' নেওয়াজ।
মৃত্যুর এই উৎসবে বাংলা যায় সব আগে।
যাত্রীদের জয়গানে রক্তে মোর দোল্ লাগে।
সেই বিজয়-যাত্রাতে মৈত্রী আজ সব জাতে।
রণ-কৃপাণ ঝল্‌সে তাই শিখ জাতির পাঞ্জাতে।
ইস্‌লামের বন্দী সের গর্জ্জে তাই ভীম রবে।
রক্তে তোর লাগ্‌ল দোল্ দিল্লী চল্ গৌরবে।

হিন্দু, শিখ্, মুশ্‌লিমের দিল্লীর ঐ কেল্লাতে।
উড়বে তার জয়-নিশান নাচ্‌বে বুক আহ্লাদে।
আজ হতে আর গোলাম আমরা নই পরদেশীর।
এই দেশের যোদ্ধাদল চায় দখল এই মাটির।
চাই সুদিন হিন্দ্ স্বাধীন একটু তার নয় রে কম।
এক সাথেই আয় সবাই অগ্রে যাই এক কদম।
সম্মুখের বন পাহাড় তার পরেই মোর স্বদেশ।
আজকে তার লাঞ্ছনার রাত্ দিবস্ হোক না শেষ!

যতীন্দ্র দাস

আপন ভোলা মুক্তি-পাগল
লোহ-কারার অন্ধকারে,
বীর যতিনের ভক্ত-হৃদয়
অর্ঘ্য দিল দেশ-মাতারে।

বন্দী বীরের আত্মদানে
তীর্থ হ'ল বন্দীশালা,
তার স্মরণে রচবো মনে
জয়গানেরি অগ্নি-মালা।

রক্ত দিলো বীর পূজারী,
শক্তি-পূজার গভীর রাতে,
ভাগ্‌ল ভীরু, জাগ্‌ল আশা,
ভক্ত বীরের রক্তপাতে।

জান্‌তে তুমি দুঃখ আসে
শিকল-খেলা খেল্‌তে গেলে,
বাংলা জুড়ে জাগুক যত
তোমার মত দস্যু ছেলে।

মরণ যারা দল্‌বে পায়ে
দুঃখ নেবে বরণ করে,
মুক্তি-পাগল যাত্রী সকল
আসুক মোদের কুটীর ঘরে।

সমাপ্ত

কবি, সাহিত্যিক, মনীষী ও সংবাদপত্রের মতে স্বাধীন বাংলার ছেলেমেয়েদের সুশিক্ষার ও সুন্দর উপহারের সেরা বই

শ্রীধীরেন্দ্রকুমার বসুর

জীবনের জয়গান

কবিশেখর শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় মহাশয় বলেন,—

শ্রীমান ধীরেন্দ্র কুমার বসুর 'জীবনের জয়গান' কবিতা গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া বড়ই আনন্দ পাইলাম।

প্রত্যেক কবিতাটি সুরচিত। কবির দেশভক্তি ও মহামানবভক্তিই কবিতাগুলিতে বাণীরূপ ধরিয়াছে। কবিতাগুলিতে সবচেয়ে লক্ষ্য করিবার বস্তু—একই কথা কোথাও পুনরাবৃত্ত হয় নাই। চল্লিশজন দেশবরেণ্যের উদ্দেশে ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদিত হইয়াছে— কিন্তু প্রত্যেকটির প্রশস্তির সুর স্বতন্ত্র। আর একটি লক্ষ্য করিবার বস্তু = তরুণ কবির অদ্ভুত সংযম। ভক্তির উচ্ছ্বাস কোথাও কলাশৃঙ্খলার তটবন্ধন উল্লঙ্ঘন করে নাই। আমি আশা করি এইগুলি স্বাধীনবঙ্গে যথাযোগ্য আদর লাভ করিবে।

২৮এ আশ্বিন ১৩৫৪

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয় রঞ্জন সেন এম, এ পি, আর, এস মহাশয় বলেন,—

আমাদের কিশোরদের মনে প্রেরণা আনিয়া দেয়, একটা সাড়া জাগাইতে পারে, এমন কবিতার অভাব বহুদিন হইতে লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি। জাতীয় বীরচরিত্র লইয়াও লোক কবিতা লিখিতে পারে কই। কবিতার জন্য চাই উদ্দীপনা সহজ উদ্দীপনা। আমাদের এই শ্রেণীর পাঠকদের মনে

নবজীবন লাইব্রেরী
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক

তৃপ্তি দিতে পারে, এরূপ কবি বড় সহজে মেলে না। কিশোরদের জন্য পাঠ্য পুস্তক লিখিতে বা সঙ্কলন করিতে গিয়া আমার সঙ্কীর্ণতর ক্ষেত্রেও অভাব বোধ করিয়াছি —অভাব মেটানো কঠিন।

তরুণ কবি ধীরেন্দ্র কুমার বসু এই অভাব পূরণ করিয়াছেন। ঐতিহাসিক ধারা বজায় রাখিয়া তিনি লিখিতে বসিয়াছেন, অবশ্য সর্বাগ্রে শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র। যে কয়টি কবিতা লইয়া জীবনের জয়গান, তাহার মধ্যে সর্বত্র একটা আন্তরিকতায় ভাব আছে – এবং এই ধরণের আন্তরিকতা ছোঁয়াচে হয়, তাই ইহাদের মূল্য। আধুনিক বা প্রাচীন উভয় কালের চরিত্রেই তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি আছে— রসবোধও আছে। তাঁহার পুস্তকের বহুল প্রচার হোক। কিশোরদের মনে উহা টনিকের – রসায়নের—কাজ করিবে। * * *

৪ঠা কার্ত্তিক ১৩৫৪

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এম, এ, ডি, লিট্ মহাশয়ের অভিমত —

* * * *

'জীবনের জয়গান' ছেলেদের উপযোগী নূতন ধরণের কবিতা পুস্তক। কেবল ছেলেরা নহে বয়োবৃদ্ধেরাও এই পুস্তক পাঠে প্রচুর আনন্দ ও অনুপ্রাণনা পাইবেন। ইহাতে ভারতের ও বাঙ্গালার ইতিহাস-বিশ্রুত চল্লিশজন পুণ্যচরিত নরনারীর এবং জননেতার অবদান লিখিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, অশোক, সঙ্ঘমিত্রা হইতে রাণাপ্রতাপ, শ্রীরামকৃষ্ণ, কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ, চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি প্রায় তাবৎ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির কথা কবি গাথানিবদ্ধ করিয়াছেন। এক হিসাবে বইখানি বাঙ্গালা ও ভারতের পক্ষে একটি Roll of Horour অর্থাৎ অবদান মালা। প্রত্যেক লোকোত্তর পুরুষ ও নারী দেশের ও দশের জন্য কি করিয়াছেন তাহার একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় কবি দিবার প্রয়াস করিয়াছেন। * * * কবিতাগুলির ভাব-মহত্ত ও ভাষা-সৌন্দর্য্য আছে। এইরূপ বইয়ের বহুল প্রচার হওয়া বাঞ্ছনীয়।

২১এ আশ্বিন ১৩৫৪

কংগ্রেস সাহিত্য-সঙ্ঘের সহঃ সভাপতি শ্রীযুক্ত সজনী কান্ত দাস মহাশয় বলেন,—

শ্রীধীরেন্দ্র কুমার বসুর 'জীবনের জয়গান' ভারতের মহৎ জীবনের জয়গান। এই জয়গান তিনি চমৎকার ছন্দে সংযত ভাষায় রচনা করিয়াছেন। দেশের ভাবী আশা যাঁহারা অর্থাৎ তরুণেরা এই কবিতাগুলির আদর্শে অনুপ্রাণিত হইলে এইগুলির রচনা সার্থক হইবে। দেশের মহৎ পুরুষদের সচিত্র ছন্দোবদ্ধ কীর্ত্তিগাথা স্বাধীন বাংলায় নিশ্চয়ই আদৃত হইবে। অনেকগুলি কবিতা আবৃত্তির উপযোগী। কবির লেখনী সার্থক হইয়াছে।

২রা অগ্রহায়ণ ১৩৫৪

Amrita Bazar Patrikaর সমালোচনা ;—

The New India will welcome wholeheartedly this volume containing a collection of poems on the great ones of India. Every great one is accompanied by on attractively drawn illustration. The verses, having the flavoursome record of our native heritage, will stimulate the young as well as the old.

October 12, 1947

খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী মহাশয় বলেন,—

* * * *

এই বইয়ে ভারতবর্ষের ইতিহাসের যে ক্রমকে অনুসরণ করেছেন, যে সব মহাপুরুষ ও মনীষীকে নির্ব্বাচন করেছেন তাতে আপনার ইতিহাস-জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় - আর কবিত্বের পরিচয় কবিতাগুলোতে তো আছেই। বইটায় বেশ নূতনত্ব আছে। বইখানা আদৃত হোক এবং আপনার শক্তি আরও বাড়ুক।

১৭ই আশ্বিন ১৩৫৪

দৈনিক বসুমতীর সমালোচনা—

*　　*　　*

কিশোরদের উপযোগী এই জীবনগাথাগুলি ছন্দে, ভাষামাধুর্য্যে ও চারিত্রিক নিষ্ঠায় সুরচিত। বইখানি ছাত্র মহলে যত বেশী প্রচারিত হয়, ততই দেশের মঙ্গল। উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা ও ত্রিবর্ণরঞ্জিত প্রচ্ছদপট শোভিত এই কাব্য গ্রন্থখানি পড়ে আমরা অত্যন্ত আনন্দ লাভ করেছি।

৮ই কার্ত্তিক ১৩৫৪

The Teachers' Journal এর অভিমত

এই ভারতীয় জাতিকে যাঁহারা গঠন করিয়াছেন এই গ্রন্থে তাঁহাদের জীবন বাণী, ব্রত ও তাঁহাদের উদ্দেশে কবির ভক্তি-অর্ঘ্য ভিন্ন ভিন্ন কবিতার রূপ ধরিয়াছে। কবিতাগুলি সুরচিত। স্বাধীনতার সুপ্রভাতে প্রাতঃস্মরণীয়-গণকে কবি স্মরণ করিয়া ভক্তি নিবেদন করিবার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান করিয়াছেন। পুস্তকের গঠনসৌষ্ঠবও চমৎকার। উপহরণযোগ্য।

অগ্রহায়ণ ১৩৫৪

— প্রাপ্তিস্থান —

বিপণিশ্রী

২৮।২ গড়িয়াহাট রোড, পোঃ ঢাকুরিয়া, ২৪ পরগণা

সাহিত্যভারতী

৪০ সি, রাসবিহারী এভিনিউ, কালিঘাট

কলিকাতা—২৬